২. বেতার—মুক্তি সংগ্রামে*

—বেলাল মোহাম্মদ

এই তথ্য-নিবদ্ধ নির্মাণোদ্যত হয়ে প্রথমেই যে বিবেচনা বোধ করছি, তা হচ্ছে, ইতিহাস দুই কারণে বিকৃত হতে পারে। এক, প্রণেতার স্মৃতি বিপত্তি, যার কারণ কালবিলম্ব না করে লিপিবদ্ধকরণের পরিবেশের অপ্রতুলতা। দুই, অবস্থা গতিকে বা ব্যক্তিগত দলগত স্বার্থে কোনো কোনো তথ্য গোপন বা অব্যক্ত রাখার আবশ্যকতা। এই শেষোক্ত কারণে অনেক সময় কোন বক্তব্য বিষয়কে বিকৃত না করলেও সীমাবদ্ধতা দিয়ে ক্ষুণ্ন করতে পারে বেশ খানিকটা, অনেক কথাই স্মৃতিতে অম্লান হওয়া সত্ত্বেও সর্বমুহূর্তে প্রকাশ করা যায় না।

গোড়াতেই সবিনয়ে একটি কথা বলে রাখতে চাই, যে বিষয়ের আমি প্রত্যক্ষ কর্মবিবরণ লিপিবদ্ধ করতে বসেছি, আমার সহকর্মীরা অনেকেই বর্তমান আছেন যারা এটি পাঠ করবেন এবং আমার ভ্রমের জন্য বা দৃষ্টিবৈচিত্র্য ও উপলব্ধির বিভ্রমের জন্য তাদের কারো কাছে এখানে বর্ণিত কোনো তথ্যকে অস্বস্তিকর আপত্তিকর বিবেচিত হলে তা যেন ব্যক্তিগত ভুল বোঝাবুঝির বা অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে না দাঁড়ায়। বস্তুত সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হচ্ছে একজন সাংবাদিক যখন কোন সংবাদ সরঞ্জাম প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে সংগ্রহ করেন, তখন তিনি ঘটনা পরম্পরার সঙ্গে স্বয়ং জড়িত না হয়ে তৃতীয় ব্যক্তিত্বের ভূমিকা গ্রহণ করেন। কিন্তু বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের পটভূমিকা লিখতে গিয়ে আমরা স্বকীয় নগণ্য প্রয়াসকে ও সামগ্রিক সংগ্রামসূচী ও সংগ্রামী কার্যক্রমের সংগে সংযুক্ত করতে বিশেষভাবে প্রলুব্ধ হই। এটি একটি সংগ্রামী জাতির অস্তিত্বের সংগে একটি ব্যক্তিজীবনের কর্মময় অস্তিত্ব রক্ষার আত্মপরিচয়মূলক সহজাত এবং নির্দোষ ঔৎসুক্য। অনুরূপ মানসিকতার প্রাবল্যে আমাদের ন'মাসকালের দেশ-রণাঙ্গনের যাবতীয় কথা প্রায়ই হয়ে দাঁড়ায় আত্মকথা।

বর্তমান সময়ে সঙ্গত কারণেই আমরা সবাই অসম্ভব রকম জাতীয় সঙ্কীর্ণতায় আক্রান্ত বলেই নিবন্ধের গৌরচন্দ্রিকা আকারে এতো কথা বলতে হলো।

এবারে আরম্ভেরও প্রারম্ভিক হিসেবে বলতে হচ্ছে, একটা বিষয় রহস্যাবৃত থাকা পর্যন্ত তাই নিয়ে বিচিত্র বিক্ষিপ্ত জল্পনা-কল্পনারও যেমন অবকাশ আছে, তেমন অবকাশ আছে নানা রকম রটনার এবং নানা জনের ব্যক্তিগত কৃতিত্ব প্রকাশের সুযোগ-সুবিধার।

---

*একই শিরোনামে ১৯৭৮ সালের ১৬ ডিসেম্বর তারিখে 'বেতার বাংলা'র বিজয় দিবস সংখ্যায় প্রকাশিত বেলাল মোহাম্মদ-এর প্রতিবেদন দ্রষ্টব্য।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার বিষয়টি ইতিমধ্যেই একটি বহুবিতর্কিত জটিল প্রসংগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ বিষয়ে একজন নগণ্য বেতার কর্মী হিসেবে আমার সর্বসময়ের বক্তব্য হচ্ছে, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার একক কৃতিত্ব কারুরই নেই। অনেকেই মুক্তিযুদ্ধের সূচনাকালে এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করতে পারেন। তবে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় বেতার বিভাগীয় কর্মীরাই আলোচ্য কেন্দ্রটি চালু করেছেন—সেটা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়েই হোক কিংবা হোক রাজনৈতিক কর্মীদের প্রভাবে বা সহযোগিতায়। কেননা, বেতারের মাইকের সামনে শব্দনিক্ষেপণ এবং শব্দকে ইথারে উৎক্ষেপণ এই দুই কর্মই বেতারের অনুষ্ঠান ও প্রকৌশল বিভাগীয় কর্মীগণ ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এছাড়া ২৫শে মার্চ, ৭১-এর পূর্বাহ্নে বঙ্গবন্ধু আহূত অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাবে আমাদের বেতার কেন্দ্রগুলো দখলদার সরকারের সঙ্গে সত্যিকার অসহযোগিতা প্রদর্শনে উদাহরণ সৃষ্টি করেছিল—তারই নিদর্শন হচ্ছে 'রেডিও পাকিস্তান' নাম-ঘোষণাটি সম্পূর্ণ বর্জন করে প্রত্যেক আঞ্চলিক কেন্দ্র নিজ নিজ আঞ্চলিক নাম ঘোষণা শুরু করেছিল, যেমন ঢাকা বেতার কেন্দ্র, চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র ইত্যাদি। প্রত্যেক বেতার কেন্দ্রেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বাঙালী কর্মীদের সমন্বয়ে সংগ্রাম কমিটি। বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানের ভাষণটি চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকেই প্রথম ৭ই মার্চ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় প্রচার করা হয়েছিল। অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে ১৫ই মার্চ, ৭১ স্থানীয় লালদীঘির ময়দানে অভিনীত গণনাটক মমতাজউদ্দীন রচিত 'এবারের সংগ্রাম'-এর রেকর্ড ১৭ই মার্চ চট্টগ্রাম বেতার থেকে বাজানো হয়েছিল। বেতারে তথা সরকারী কর্মচারীদের কানে নিত্যই বাজতো একটি বজ্রকণ্ঠের বাণী : বাঙালীর স্বার্থবিরোধী কোনো কাজ তোমাদের করতে বলা হলে তোমরা অফিস বন্ধ করে দেবে।

ঠিক তা-ই করেছিলাম ২৬শে মার্চ, ৭১ সকালবেলা চট্টগ্রাম বেতারের কর্মীরা। প্রথম অধিবেশনের শেষাংশে যে মুহূর্তে বেতারের তখনকার প্রাদেশিক অনুষ্ঠানে সামরিক প্রশাসক প্রবর্তিত বিধানের প্রারম্ভিক ঘোষণা প্রচার করা হয়েছিল সেই মুহূর্তে উপস্থিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। আমাদের কর্মীরা বেতার ভবন ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন।

তার পরের ঘটনাগুলো অসম্ভব রকম স্বতঃস্ফূর্ত, অসম্ভব রকম বিচিত্র—বিক্ষিপ্ত। বিচিত্র কি, তখন আমাদের অনুষ্ঠানের শ্রোতারাও এরকম কিছু একটা ভাবতে পারেন, এখন যদি বেতারে বাঙালীদের সংগ্রামের সপক্ষে কিছু প্রচার করা যেতো।

বস্তুতঃ অনুরূপ চিন্তা-ভাবনা থেকেই চট্টগ্রাম বেতারের ট্রান্সমিটারে বিভিন্ন পর্যায়ে একই দিনে ২৬শে মার্চ, ৭১ তিনবার স্বল্পকাল স্থায়ী তিনটি অধিবেশন প্রচারিত হয়। একবার বেলা ২টা বেজে ৭ মিনিটে আর একবার সন্ধ্যা ৭টা বেজে ৩৫ মিনিটে এবং আর একবার রাত ১০টায়। বস্তুতঃ এই তিনটি ঘটনাই অসম্ভব রকম বিক্ষিপ্ত এবং এগুলোর উদ্যোগ-আয়োজনও ছিল প্রকৃতপক্ষে স্বতঃস্ফূর্ত—দেশে দখলদার সামরিক বাহিনীর আকস্মিক আক্রমণাত্মক তৎপরতার বিরুদ্ধে যেমন সেদিন সর্বত্র গড়ে উঠেছিল জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ, এগুলোও ঠিক তেমনি।

দ্বিপ্রহরের অধিবেশনটির আমি প্রত্যক্ষদর্শী বা শ্রোতা নই। কিন্তু পরবর্তীকালে সঠিকভাবে জেনেছিলাম, সেটির উদ্যোক্তা ছিলেন চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক জনাব এম, এ, হান্নান। তিনি ও তার দলীয় সহকর্মীরা আমাদের কয়েকজন প্রকৌশলীকে নিজেদের প্রভাব খাটিয়ে ট্রান্সমিটার ভবনে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং ট্রান্সমিটার চালু করিয়েছিলেন। অধিবেশনটিতে ঘোষণা হিসেবে জনাব হান্নানের নাম ও বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দানের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল এবং জনাব হান্নান বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা প্রসঙ্গে পাঁচ মিনিট ভাষণ প্রচার করেছিলেন। অধিবেশনের স্থিতিকালও ছিল ছয় থেকে সাত মিনিট।

জনাব হান্নানের প্রভাবে যেসব বেতারকর্মী / প্রকৌশলী ট্রান্সমিটার চালু করেছিলেন, তাঁরা পরে আর এমুখো হননি—অধিকন্তু পরবর্তীকালে পাকিস্তান বেতারে কাজ করেছিলেন।

সন্ধ্যা ৭টা বেজে ৩৫ মিনিটে যে অধিবেশন প্রচার করা হয় সেটার উদ্যোক্তা পরিচালক ছিলাম আমি। 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র' নামটি আমিই অন্যতম সহকারী আবুল কাসেম সন্দ্বীপের সঙ্গে আলোচনাক্রমে স্থির এবং অনুমোদন করেছিলাম।

২৬শে মার্চ ৭১ সকালবেলা সহসা যখন চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র নীরব হয়ে গিয়েছিল, তখন আমি ছিলাম এনায়েত বাজারে দন্তচিকিৎসক মোহাম্মদ শফীর বাড়ীতে। তখনই আমার মনে এসেছিল, এখন যদি কিছু একটা করা যেতো। যেটা একজন অসহযোগ আন্দোলনকারী বাঙালীর জন্যে অত্যন্ত স্বাভাবিক, আগেই বলেছি। মনের কথাটা সে মুহূর্তে আমি শুধু বেগম মুশতারী শফীকে বলেছিলাম—তিনি উৎসাহ দিয়েছিলেন।

প্রথমেই আমি গিয়েছিলাম স্টেশন রোডের রেস্ট হাউসে আওয়ামী লীগ অফিসে—নেতৃবৃন্দের অনুমোদন নিয়ে যদি পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত করা যায়। পরিচিত কারো সঙ্গেই সেখানে আমার দেখা হয়নি। আমি শুধু নিজের নাম-পরিচয় দিয়ে সেখানে অন্যভাবে অসম্ভব রকম কর্মব্যস্ত দু'একজন কর্মীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়াস করছিলাম। তখন সেখানে অস্ত্র বিতরণ করা হচ্ছিল। সেখানেই দেখা হয়েছিল অধ্যাপক মমতাজউদ্দীনের সঙ্গে। মমতাজ আমার প্রস্তাব / পরিকল্পনা শুনেই নির্দ্বিধায় সহযোগী হয়েছিলেন এবং নিজের প্রভাবে আওয়ামী লীগ কর্মী এডভোকেট রফিকের কাছ থেকে একখানা জীপ চেয়ে নিয়েছিলেন। আমাদের প্রাথমিক প্রস্তুতি প্রসঙ্গটি ছিল আগ্রাবাদ বেতার ভবন এবং কালুরঘাট ট্রান্সমিটার ভবন এ দুটি এলাকাকে পর্যাপ্ত সংখ্যক সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবক বা বাঙালী সৈন্য সমাবেশে সংরক্ষিত করা। আমরা দু'জন জীপে করে রেলওয়ে বিল্ডিং-এর পাহাড়ে ইপিআর হেড কোয়ার্টার্সে কমাণ্ডার রফিকের কাছে গিয়েছিলাম। তখন বেলা ২টা। কমাণ্ডার আধ ঘণ্টার মধ্যে বেতার-ভবনে ২০ জন এবং ট্রান্সমিটারে ১৫ জন ইপিআর পাঠিয়ে দেয়ার আশ্বাস দিয়েছিলেন।

আশ্বস্ত হয়ে আমরা রাবেয়া খাতুন লেনে মাহবুব হাসানের বাড়ীতে গিয়েছিলাম। মাহবুব হাসান বেতার নাটকের শিল্পী—প্রযোজক হিসেবে চট্টগ্রাম বেতারের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে সংশ্লিষ্ট, আমাদের প্রকৌশলীদের অনেকের সঙ্গেই তার বন্ধুত্ব। তার সহায়তায় প্রকৌশলিক প্রস্তুতি সম্পাদন আমার উদ্দেশ্য ছিল।

এবার আমরা তিনজন জীপে করে চকবাজার এলাকার বাসিন্দা আমাদের বেতারের দুজন প্রকৌশলীর কাছে গিয়েছিলাম। তারা শর্ত আরোপ করেছিলেন: তারা কাজ করবেন, তবে এক, আঞ্চলিক প্রকৌশলীর লিখিত অনুমতি নিতে হবে অথবা দুই, এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যেন তারা বাধ্য হয়ে প্রস্তাবিত কাজটি করেছিলেন—অনিশ্চিত ভবিষ্যতে যেন তাদের বিপদ না হয়। বেশ তো। দ্বিতীয় শর্তটি আমরা মেনে নিয়েছিলাম। কেননা তখন যে কোন মুহূর্তে কমাণ্ডার রফিকের বাহিনী এসে পড়বে বলে আমরা আশা করেছিলাম।

প্রকৌশলী দুজনকে ট্রান্সমিটার ভবনে নামিয়ে দিয়ে আমরা তিনজন বেতার ভবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলাম। পথে কলেজ রোডে পৌঁছে মমতাজউদ্দীন বললেন: আচ্ছা, ভালো কথা, আমরা কিন্তু কি প্রচার করবো সেটা একটুও চিন্তাভাবনা করছি না। এক কাজ করা যাক আমি এখানেই নেমে পড়ি এক্সটেম্পোর (তাৎক্ষণিক) কিছু বলতে পারবেন এরকম দু-একজনকে সঙ্গে নিয়ে শিগগিরই আগ্রাবাদ গিয়ে আপনাদের সঙ্গে মিলিত হচ্ছি।

সেদিন মমতাজউদ্দীন আর আমাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারেননি। এখন আমি আর মাহবুব হাসান—আমরা আগ্রাবাদ রোডে জেকস-এর সামনে এসে জীপ ছেড়ে দিয়েছিলাম—গাড়ী আর যাবে না, এখানে ছিল ব্যারিকেড। হেঁটে জনশূন্য বেতার ভবনে পৌঁছেই মাহবুব হাসান কণ্ট্রোল রুমের সুইচ অন করেছিলেন। এমন সময় টেলিফোন। ট্রান্সমিটার থেকে প্রকৌশলী বন্ধুরা মাহবুব হাসানকে জানিয়েছিলেন তারা অনুষ্ঠান 'এয়ার'-এ দিতে পারবেন না। কেননা ইতিমধ্যেই তারা আঞ্চলিক প্রকৌশলীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। তিনি সম্মতি দেননি—কাজেই তারা ট্রান্সমিটার ভবন ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। আমি টেলিফোন ধরেছিলাম। বলেছিলাম, আপনারা একটু অপেক্ষা করুন, আপনাদের দুই শর্তের একটি অবশ্যই কার্যকরী হবে।

মাহবুব হাসান আঞ্চলিক প্রকৌশলীর বাসার নাম্বারে ডায়াল করে রিসিভার আমাকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন। আঞ্চলিক প্রকৌশলী ঠিক এ কথাটি বলেছিলেন: বেলাল সাহেব আমাকে কেন জড়াচ্ছেন। বেতার কেন্দ্রে আমি তো দু'নম্বর। আপনি বরং নাজমুল আলম সাহেবের পারমিশন নিন। দুপুরবেলা হান্নান সাহেব জোর করে নিয়ে গিয়ে আমাদের হাতে কাজ করালেন, তার জন্যে কি যে বিপদ আসে, আমি সত্যি ভয় পাচ্ছি।

আমি বলেছিলাম: আর-ডি সাহেবের বাসায় তো টেলিফোন নেই, ওঁর সঙ্গে কি করে যোগাযোগ করবো।

তিনি বলেছিলেন : আলম সাহেব এখন এ-আর-ডি কাহ্হার সাহেবের বাসায়—ওখানে টেলিফোন করুন।

ঠিক সে সময় আমার খোঁজে এনায়েতবাজার থেকে আবুল কাসেম সন্দীপ ও আবদুল্লাহ-আল-ফারুক বেতার ভবনে এসে পৌঁছেছিলেন। জনাব আবদুল কাহ্হারের বাসায় টেলিফোন করে আমি কাসেমকে কথা বলতে দিয়েছিলাম। নাজমুল আলম সাহেব ওখানে আছেন কিনা এটাই জেনে নিতে বলেছিলাম। ওদিক থেকে এই অনুসন্ধানের কারণ জানতে চাওয়া হলে কাসেম আমার কথা বলেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই রিসিভার আমার হাতে এসে গিয়েছিল।

নাজমুল আলমের সংগে আলোচনা করে আবদুল কাহ্হার আমাকে যা বলেছিলেন, তা সংক্ষেপে, বেতার ভবন বন্দরে নোঙ্গর করা পাকিস্তানী যুদ্ধজাহাজ 'বাবর', 'সোয়াত'-এর শেলিং-এর আওতায় যে-কোনো মুহূর্তে শত্রুকবলিত হতে পারে। উত্তম হবে কালুরঘাট ট্রান্সমিটারের ক্ষুদে স্টুডিওটি ব্যবহার করা—সেটি শহর থেকে বেশ দূরে—সে এলাকার পতন শীঘ্র হবার কারণ নেই। এ ছাড়া একযোগে দু'টি ঘর রক্ষা করার জন্যে বাড়তি প্রস্তুতি আবশ্যক। ট্রান্সমিটার ভবনটি ব্রডকাস্টিং পারপাস-এ স্বয়ংসম্পূর্ণ।

এবারে মাহবুব হাসান, আবুল কাশেম সন্দীপ, আবদুল্লাহ-আল-ফারুক আর আমি কণ্ট্রোল রুম থেকে বেড়িয়ে এসেছিলাম। গাড়ীবারান্দায় আমাদের একজন মহিলা ঘোষিকা—তিনি একজন ভদ্রলোককে দেখিয়ে বলেছিলেন : বেলাল ভাই, ইনি আমার চাচা ডাক্তার আনোয়ার—আওয়ামী লীগের একজন কর্মী।

ডাক্তার আনোয়ার বলেছিলেন : আচ্ছা, আপনারা বেতার চালু করে কি প্রচার করবেন, ঠিক করেছেন ?

আমি বলেছিলাম : আগে চালু করার ব্যবস্থা করি, তারপর যা মুখে আসে বলবো। কথা তো সেই একটা, আমরা স্বাধীন।

তিনি সাইক্লোস্টাইল করা একটি ক্ষুদ্রকায় ঘোষণাপত্র আমার হাতে দিয়ে বলেছিলেন : এটা দেখুন তো। দুই বা তিন বাক্যবিশিষ্ট বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র। পড়েই আমি উল্লসিত হয়েছিলাম। বলেছিলাম : ভালোই হলো। এটা দিয়েই অধিবেশন শুরু করা হবে, আর এরই ভিত্তিতে প্রচার করা হবে সকল বক্তব্য।

আমি টুকরো কাগজখানা পকেটে নিয়েছিলাম। তারপরই রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিলাম ডাক্তার আনোয়ারকে বিন্দুমাত্র সৌজন্য প্রদর্শন না করে।

জেকস্-এর সামনে এসেই খেয়াল হয়েছিল আমাদের গাড়ী নেই। এখন উপায়। উদ্ধার করেছিলেন ডাক্তার আনোয়ার—তিনিও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে এসে গিয়েছিলেন, সঙ্গে ঘোষিকা হোসনে আরা। ডাক্তার আনোয়ার বলেছিলেন : কালুরঘাট যাবেন তো আসুন আমার গাড়ীতে।

মাহবুব হাসানের মাথায় তখন অন্য চিন্তা।

ট্রান্সমিটার ভবনে অবস্থানরত প্রকৌশলী বন্ধুরা তো তাদের শর্ত পূরণ ছাড়া সহযোগিতা দেবেন না। দেখা যাক আঞ্চলিক প্রকৌশলীকে বাধ্য করে এখান থেকে একটা টেলিফোন করিয়ে দেয়া যায় কিনা। আমরা আগ্রাবাদ কলোনীতে আঞ্চলিক প্রকৌশলীর বাসায় গিয়েছিলাম—তিনি প্রথমে ক্ষমা চেয়ে পরে চাপে পড়ে বলেছিলেন : আচ্ছা, আমি টেলিফোনে বলে দিচ্ছি, আপনারা যান।

রাস্তায় ইতিমধ্যে কবি আবদুস সালাম আমাদের গাড়ীতে এসে উঠেছিলেন। বললেন : নাতী বেলাল, আমাকে তোদের সঙ্গে নিয়ে যা। আমি—এই দেখ্—একটা কথিকা লিখছি—দু'পাতা লেখা হয়ে গেছে, এটা প্রচার করবো। তুই দেখে দিস্।

মাহবুব হাসান বলেছিলেন : দেখুন, আর-ই সাহেব আসলে ট্রান্সমিটারে আদৌ ফোন করবেন না। এদিকে বিনা পারমিশনে ওঁরা দু'জন কাজ করবেন না। আমি বরং এক কাজ করি—আমি স্টেশন রোডে আওয়ামী লীগ অফিসে যাই। কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক নিয়েই এসে পড়বো। আপনারা এ গাড়ীতে যান।

মাহবুব হাসান আর আমাদের সংগে যোগদান করতে পারেননি—শুধু দু'দিন পরে একবার টেলিফোনে যোগাযোগ করেছিলেন।

কালুরঘাটগামী মোটর গাড়ীতে আমরা তখন ছ'জন—হোসনে আরা, ডাক্তার আনোয়ার, কবি আবদুস সালাম, কাসেম, ফারুক ও আমি। ট্রান্সমিটার ভবনের গেটের কাছেই আমি একরকম লাফ দিয়ে গাড়ী থেকে নেমে পড়েছিলাম। কেননা, দেখতে পেয়েছিলাম প্রকৌশলী বন্ধু দু'জন ততোক্ষণে বেরিয়ে এসে রিকশায় উঠেছেন। রিকশা আগলে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলাম—বলেছিলাম : আর-ই সাহেব পারমিশন দিয়েছেন (?) এবং স্বেচ্ছাসেবকরাও এসে পড়বেন মাহবুব হাসানের সংগে। আপনারা দয়া করে চলে যাবেন না।

ওঁরা বলেছিলেন : আর-ই সাহেবের সংগে আমাদের টেলিফোনে আলাপ হয়েছে, তিনি বলেছেন কিছু করলে নিজের দায়িত্বে করবেন। দেখুন, আমাদের চাকরি থাকবে না।

ডাক্তার আনোয়ার সমস্যাটি উপলব্ধি করেছিলেন এবং দ্বিতীয় ও শেষবারের মতো পরম আনুকূল্য দিয়েছিলেন। তিনি কাছাকাছি কোনো গ্রামীণ অস্থায়ী ছাউনী থেকে কয়েকজন সশস্ত্র জোয়ানকে নিয়ে এসে সাময়িকভাবে ট্রান্সমিটারে মোতায়েন করার উপস্থিত ব্যবস্থা করেছিলেন—বাধ্যবাধকতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। প্রকৌশলী বন্ধুদের দেয়া একটি শর্ত পূরণ করা গিয়েছিল।

কেন্দ্রের নাম ও প্রথম ঘোষণাপত্রটি আমি লিখেছিলাম ট্রান্সমিটার ভবনের অফিসকক্ষে বসে। এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠেছিল। আমি 'হ্যালো' বলতেই ওদিক থেকে দ্রুত এবং চাপা কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল : বেলাল সাহেব, দেরী করছেন কেন ? এখন তো প্রায় সাড়ে সাতটা—যা পারেন প্রচার শুরু করুন।

লোক এখন রেডিওর কাঁটা ঘোরাচ্ছে--আটটা বাজলেই কিন্তু আকাশবাণীর খবর শুনবে সবাই। আপনাদেরটা আর কেউ শুনবে না।

আমাদের বার্তা সম্পাদক সুলতান আলী। ধারণা করেছিলাম তিনি হয়তো ইতিমধ্যে আবদুল কাহ্হারের কাছ থেকে আমার কথা জেনেছিলেন। সুলতান আলী আমাকে প্রচারযোগ্য দু'একটি খবরও বলে দিয়েছিলেন।

হোসেন আরাকে আমি কণ্ঠ দিতে দিইনি—কেননা একটি গুপ্ত বেতার কেন্দ্রে আমাদের শ্রোতা সাধারণের জন্যে একটি মহিলাকণ্ঠের ঘোষণা বেমানান ঠেকতে পারে বলে আমাদের ধারণা হয়েছিল। সেদিন অন্য একজন ঘোষক সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং কণ্ঠ দিয়েছিলেন—সুলতানুল আলম। তবে 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র' নাম ঘোষণাটি সর্বপ্রথম আমার নির্বাচনক্রমে আবুল কাসেম সন্দ্বীপের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল। আবদুল্লাহ-আল-ফারুক বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি পাঠ করেছিলেন। কবি আবদুস সালাম কথিকা প্রচার করেছিলেন।

অধিবেশন চলাকালেই এসে উপস্থিত হয়েছিলেন জনাব এম, এ, হান্নান। তিনি তাঁর ভাষণের পূর্বাহ্নে নাম ঘোষণা করতে বলেছিলেন। আমি বলেছিলাম : নাম ঘোষণা না করলেই ভালো হতো, কেননা আমরা শত্রুশ্রোতাদের কাছে যতোটা সম্ভব নিজেদের অবস্থানকে দুর্জ্ঞেয় রাখতে চাই---সহজে যেন ওদের বোমাবর্ষণের টার্গেট নির্ণয় করতে না পারে। রাডারের সাহায্যে ওরা ঠিকই ধরে নেবে—তবে এক-দু'দিন অন্ততঃ তা বিলম্বিত হবে।

জনাব হান্নান দ্বিপ্রহরে স্বনামে ব্রডকাস্ট করার কথা বললে আমি বলেছিলাম : তখন কেন্দ্রের নামকরণ হয়নি এবং অনুষ্ঠান প্রচারের ধারাবাহিকতার পরিকল্পনা ছিল না।

আমার উদ্দেশ্য তিনি অনুধাবন করেছিলেন এবং নাম ঘোষণা ছাড়াই তার মূল্যবান ও সময়োপযোগী ভাষণ প্রচার করেছিলেন।

বেতার ভবন থেকে আমার একটি টেপ হাতে করে নিয়ে এসেছিলাম। তাতে অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে রেকর্ডকৃত ও প্রচারিত গণসঙ্গীত এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরে গীটার বাদ্য ছিল—সেই টেপটিও এই অধিবেশনে বাজানো হয়েছিল।

আনুমানিক আধঘণ্টা স্থায়ী অধিবেশনশেষে বাইরে এসে আমরা ডাক্তার আনোয়ার ও তাঁর সৌজন্যে মোতায়েনকৃত জোয়ানদের কাউকে আর দেখতে পাইনি। জনাব হান্নানও তার ভাষণ প্রচারের পর চলে গিয়েছিলেন। প্রসঙ্গতঃ ডাক্তার আনোয়ারকে এর পর আর কোন দিনই বেতারকেন্দ্রে দেখতে পাইনি এবং হোসনে আরা পরবর্তীকালে পাকিস্তান বেতারে কাজ করেছিলেন।

আমি, কাসেম ও ফারুক পায়ে হেঁটে রাত সাড়ে দশটায় এনায়েতবাজারে ফিরে এসেছিলাম। পথটি ছিল ৭।৮ মাইল। (অংশ)

--দৈনিক 'আজাদী', ২৬ মার্চ, বিশেষ সংখ্যা, ১৯৭